ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের হামলার টাইমলাইন

আগস্ট ২০১৫

৭ আগস্ট ব্লগার নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায়কে বাসায় ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করে যায় চারজন হত্যাকারী। তিনি ইস্টিশন ব্লগে নিয়মিত লিখতেন নিলয় নীল নামে। গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশের আল-কায়েদার বাংলাদেশ শাখা আনসার আল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। তিনি সিলেটের খুন হওয়া ব্লগার ও বিজ্ঞান লেখক অনন্ত বিজয় দাশের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অনন্ত হত্যার পর থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। তাঁর পিছু নেওয়া শুরু হয় আড়াই মাস আগে থেকে। এজন্য খিলগাঁও থানায় জিডি করতে চাইলেও জিডি নেয়নি পুলিশ। ৯ আগস্ট নিলয় হত্যার ঘটনার নিন্দা জানান জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন। ১০ আগস্ট আনসার আল ইসলামের ফেসবুক পাতায় গণজাগরণ মঞ্চের ৬ কর্মীকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন, কবি, ভাস্কর, রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠক প্রভৃতি পেশার মানুষ। ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন দাবি করা হয় যে, নিলয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী হলেন আনসারউল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি)। এদিন পুলিশের মহাপরিদর্শকের তরফ থেকে এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে ব্লগারদের সীমা লঙ্ঘন না করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। ১২ আগস্ট তালেবানের অঙ্গসংগঠন ইত্তেহাদ-উল-মুজাহিদিনের তরফ থেকে দেশের ১৯ জন বিশিষ্ট নাগরিককে হত্যার হুমকি দিয়ে অনলাইন সংবাদমাধ্যম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কমে চিঠি পাঠানো হয়। এদের কোনো কার্যক্রম অতীতে কখনো বাংলাদেশে দেখা যায়নি। ১৪ আগস্ট নীলাদ্রি হত্যায় সন্দেহভাজন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দুজনকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮ আগস্ট নতুন জঙ্গি সংগঠন শহীদ হামজা ব্রিগেডকে আর্থিক সহায়তা করার অভিযোগে বিএনপি নেতা ও সাবেক হুইপ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার শাকিলা ফারাজানাসহ তিন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। ১৯ আগস্ট আনসারুল্লাহ বাংলা টিম তাদের মুখপাত্র ওয়েবসাইট প্রকাশিত এক বার্তায় দাবি করে যে, ভারতীয় উপমহাদেশের আল-কায়েদার বাংলাদেশ শাখা আনসার-আল-ইসলাম এবং আনসারুল্লাহ বাংলা টিম দুটো স্বাধীন আলাদা সংগঠন যারা বাংলাদেশে কাজ করছে। ২১ আগস্ট আওয়ামী ওলামা লীগের একাংশের সভাপতি আল্লামা ইলিয়াস হোসেন বিন হেলালীকে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে ছুরি দিয়ে কোপায় দুর্বৃত্তরা। ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে একজনকে ধরা হয়। ২৭ আগস্ট নীলাদ্রি হত্যাকাণ্ডে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সন্দেহভাজন আরো দুই কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সেপ্টেম্বর ২০১৫

২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অশোক কুমার দাস ও চন্দন বিশ্বাস, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. অনুপম সেন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর রানা দাশগুপ্ত আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের কাছ থেকে হত্যার হুমকি পান। ৪ সেপ্টেম্বর হিযবুত তাহ্‌রীর তাদের অনলাইন রাজনৈতিক সম্মেলনে দেশে খিলাফত প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে, যাতে ৫০০ জন অংশ নেয়। ৫ সেপ্টেম্বর শহীদ হামজা ব্রিগেডকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার অভিযোগে গার্মেন্টস ব্যবসায়ী এনামুল হককে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশি দৈনিক সমকাল বাংলাদেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে খবর প্রকাশ করে যে, শতাধিক নৌ ও কোস্ট গার্ড ঘাঁটি, তেল শোধনাগারসহ দেশজুড়ে বোমা হামলার ছক কষছে হিলফুল ফুযুল নামের একটি জঙ্গি সংগঠন। ৮ সেপ্টেম্বর ব্লগার ও বিজ্ঞান লেখক অনন্ত বিজয় দাশ হত্যার ঘটনায় আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাজ্যের নাগরিক। ২৩ সেপ্টেম্বর আনসারুল্লাহ বাংলা টিম সেক্যুলার ব্লগার, লেখক ও সংগঠকদের নতুন একটি হিট লিস্ট প্রকাশ করে। ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ভ্রমণে সতর্কতা জারি করে অস্ট্রেলিয়া। ২৬ সেপ্টেম্বর সম্ভাব্য জঙ্গি হামলার অজুহাতে বাংলাদেশে খেলতে আসার নির্ধারিত সফর বাতিল করে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল। ২৮ সেপ্টেম্বর ইতালীয় নাগরিক সিজারে তাভেল্লাকে গুলি করে খুন করে মোটরসাইকেলে করে আসা তিন দুর্বৃত্ত। পরবর্তীতে আইএস এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে বলে সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ থেকে দাবি করা হয়; যদিও সরকারের তরফ থেকে এই দাবি নাকচ করে দেওয়া হয়। ২৮-৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ ভ্রমণে সতর্কতা জারি করে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।

অক্টোবর ২০১৫

৩ অক্টোবর রংপুরে সিজারে তাভেল্লার মতো একই কায়দায় গুলি করে খুন করা হয় জাপানি নাগরিক কুনিও হোশিওকে, যিনি ব্যবসার প্রয়োজনে সেখানে থাকতেন, যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলেও পরবর্তীতে পত্রিকায় খবর আসে। এই ঘটনার দায়ও আইএস স্বীকার করেছে বলে সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ দাবি করে। ৫ অক্টোবর ঈশ্বরদীতে যাজক লুক সরকারের ওপর হামলা হয়। এখানেও তিনজন ছিল হামলাকারীরা। তবে তিনি আহত হলেও ঘটনাক্রমে বেঁচে যান। এদিন গুজরাটের জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দানকালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, সন্ত্রাসবাদ বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুতর হুমকিতে পরিণত হয়েছে এবং আইএসের মতো গ্রুপগুলোর কর্মকাণ্ড দমন করা জরুরি প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে। এদিন সিএমপি ডিবির এডিসি মুহাম্মদ বাবুল আকতার বলেন, জেএমবি চট্টগ্রামের পাহাড়ি জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়ার পরিকল্পনা করছে। তিনি আরো বলেন, জেএমবির গ্রেপ্তারকৃত সদস্যরা দাবি করেছে যে চট্টগ্রামে তাদের ১০০০ জঙ্গি আছে। ১২ অক্টোবর যাজক লুক সরকারকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় ৫ জেএমবি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৪ অক্টোবর পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান খিজির হায়াত খানকে জবাই করে হত্যার ঘটনায় জেএমবির এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৭ অক্টোবর গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকারকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় ফেসবুকে। এদিন পুলিশ জানায়, জেএমবি এখন হামলার আগের ধরন ছেড়ে টার্গেটেড কিলিং বা পরিকল্পিত হত্যায় নেমেছে। ১৯ অক্টোবর আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রচার সমন্বয়ক দাবি করে জনৈক ব্যক্তি ই-মেইলের মাধ্যমে প্রচারমাধ্যমগুলোকে এই বলে হুমকি দেয় যে, যদি প্রচারমাধ্যমগুলো তাদের নারী কর্মীদের অপসারণ না করে তাহলে তারা যেন ভয়াবহ পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকে। ২২ অক্টোবর গাবতলীতে পুলিশ

চেকপোস্টে এএসআই ইব্রাহিম মোল্লাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার জন্য আদমদীঘি ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতিকে হত্যাকারী বলে পুলিশের পক্ষ থেকে চিহ্নিত করা হয়। ২৪ অক্টোবর রাতে পুরান ঢাকার হোসেনী দালানে আশুরা উপলক্ষে বের করা শিয়া সম্প্রদায়ের তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতি চলার প্রাক্কালে বোমা হামলা চালানো হয়। এতে এক কিশোর নিহত ও ৮৭ জন আহত হয়। পরবর্তীতে আরো একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। এই ঘটনার ক্ষেত্রেও আইএস দায় স্বীকার করেছে বলে দাবি করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ। ৩১ অক্টোবর শাহবাগে আজিজ সুপার মার্কেটে জাগৃতি প্রকাশনীর মালিক প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দীপনকে নিজ কার্যালয়ে কুপিয়ে হত্যা করে তালাবদ্ধ করে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক লেখক রাজনীতিবিদ আবুল কাশেম ফজলুল হকের পুত্র ছিলেন। অন্যদিকে একই দিন প্রায় একই সময়ে লালমাটিয়ায় শুদ্ধস্বর প্রকাশনীর মালিক-প্রকাশক আহমেদুর রশিদ টুটুলকে তাঁর নিজ কার্যালয়ে ঢুকে কুপিয়ে বাইরে থেকে তালা মেরে রেখে যায় হামলাকারীরা। হামলা ঠেকাতে গিয়ে আহত হন টুটুলের বন্ধু কবি ও ব্লগার রণদীপম বসু ও তারেক রহিম। তবে তাঁরা তিনজনই গুরুতর আহত হলেও হাসপাতালে নেওয়ার পর প্রাণে বেঁচে যান। উপরোক্ত দুই প্রকাশকই ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশ্য রাস্তায় খুন হওয়া বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও গবেষক ড. অভিজিৎ রায়ের বইয়ের প্রকাশক ছিলেন। আনসার-আল-ইসলাম টুইটারে প্রকাশক দীপন হত্যা ও প্রকাশক টুটুলের ওপর হামলার দায় স্বীকার করে।

নভেম্বর ২০১৫

১ নভেম্বর আরেক প্রকাশক সময় প্রকাশনীর মালিক ফরিদ আহমেদকে আল-আহরার গোষ্ঠীর তরফ থেকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। একই দিন নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম দ্বারা পরিচালিত বলে দাবি করা একটি ফেসবুক পেজে ১৪ জন ব্লগার ও সেক্যুলার লেখককে হত্যার হুমকি দিয়ে তালিকা প্রকাশ করা হয়। ৪ নভেম্বর সাভারের আশুলিয়ার বারইপাড়ায় পুলিশ চেকপোস্টে এক কনস্টেবলকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এখানেও হত্যাকারীরা মোটরসাইকেলে করে এসে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। চেকপোস্টের বাকি পুলিশ সদস্যরা হত্যাকারীদের ঠেকাতে গুলি না ছুড়ে বরং নিজেরা সংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা দিয়ে পালিয়ে যায়। একই দিন ব্লগার ও বিজ্ঞান লেখক অনন্ত বিজয় দাশ হত্যার জন্য আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের আরো তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৫ নভেম্বর ধর্মীয় উগ্রবাদীদের কাছ থেকে হুমকি পাওয়া সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে জোরালো উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার জাইদ রাদ আল হোসাইন। এদিন সাভারে পুলিশ চেকপোস্টে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায় আইএস স্বীকার করেছে বলে দাবি করা হয়। যদিও সরকারের তরফ থেকে তা নাকচ করা হয়। ১১ নভেম্বর কাফরুলে এক মিলিটারি পুলিশের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় এক পথচারী। পরবর্তীতে তাকে আটক করা হয়। ১৫ নভেম্বর নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শিবিরের সীতাকুণ্ড শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮ নভেম্বর দিনাজপুর শহরে হামলার শিকার হন আরেক ইতালীয় নাগরিক পাদ্রি পিয়েরে পারোলারি। তিনি গুলিবিদ্ধ হলেও প্রাণে বেঁচে যান। ১৯ নভেম্বর এই ঘটনার ক্ষেত্রেও আইএস দায় স্বীকার করেছে বলে দাবি করে সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ। ২১ নভেম্বর আইএস তাদের অনলাইন মুখপাত্র দাবিক ম্যাগাজিনে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, তারা বাংলাদেশে আরো নতুন নতুন হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ২৪ নভেম্বর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ফরিদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অলোক সেনকে তাঁর বাড়ির সামনে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে দুই মুখোশধারী দুর্বৃত্ত। একই দিন ফেসবুকে আইএসের নামে প্রপাগান্ডা চালানোর জন্য রাজধানীর বাড্ডা থেকে পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ২৫ নভেম্বর রংপুরে ১০ জন পাদ্রিকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। ২৬ নভেম্বর বগুড়ার শিবগঞ্জে শিয়া মসজিদে নামাজরত অবস্থায় মুসল্লিদের ওপর গুলি চালানো হয়। এতে একজন মারা যান। এই ঘটনারও দায় আইএস স্বীকার করেছে বলে সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ থেকে দাবি করা হয়। একই দিন ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম বলেন, নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠনগুলোর অন্তত এক-চতুর্থাংশ সদস্য সাবেক জামায়াতে ইসলামীর সদস্য। ৩০ নভেম্বর আনসার-আল-ইসলামের নামে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমসহ রাজশাহীর আরো ৭ জনকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

ডিসেম্বর ২০১৫

৫ ডিসেম্বর দিনাজপুরের বিখ্যাত কান্তজি মন্দিরে রাসমেলা উপলক্ষে আয়োজিত যাত্রাপালায় বোমা হামলা করা হয়। এতে ১০ জন আহত হয়। ১০ ডিসেম্বর দিনাজপুরের ইসকন মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলার সময় গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা। এতে দুজন আহত হয়। স্থানীয় মানুষ সন্দেহভাজন একজনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ১১ ডিসেম্বর একটি মেশিনগান ও ২৮ রাউন্ড গুলিসহ ইসকন মন্দিরে হামলাকারী হিসেবে সন্দেহভাজন আরো একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১২ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গায় বাউল উৎসব চলাকালে উৎসবস্থলের মাত্র ৫০০ গজ দূরে উৎসবের প্রধান আয়োজক জাকারিয়া সরদারকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে ১০-১২ জন দুর্বৃত্ত। তিনি ছিলেন চুয়াডাঙ্গার সুপরিচিত বাউলশিল্পী প্রয়াত ফকির ফজলু শাহর ছেলে। ঘটনার পর দুদিনের বাউল উৎসব বন্ধ হয়ে যায়। ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ১৩ ডিসেম্বর লালমনিরহাটে পাদ্রি তপন বর্মণের কাছে আইএসের নামে হত্যার হুমকি দিয়ে হাতে লেখা একটি চিঠি আসে। ১৮ ডিসেম্বর শুক্রবার চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঈশা খাঁ ঘাঁটিতে নৌবাহিনীর মসজিদে জুমার নামাজের সময় বোমা হামলা চালানো হয়। এতে ৬ জন আহত হন, যাঁরা সবাই নৌবাহিনীরই বেসামরিক কর্মকর্তা। এ ঘটনার জন্য ঘটনাস্থল থেকেই মুসল্লিরা হামলাকারী হিসেবে আটক করে নৌবাহিনীর দুই সদস্যকে, যারা মসজিদে বোমা হামলা চালানোর দায় স্বীকার করেছে। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি নৌবাহিনী। ২৪ ডিসেম্বর মিরপুরে জেএমবির গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে গ্রেনেড, হাতবোমা সহ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও সুইসাইড ভেস্ট উদ্ধার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়। ২৫ ডিসেম্বর রাজশাহীর বাগমারায় আহমাদিয়া মসজিদে জুমার নামাজের সময় আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। নিহত হয় একজন। ২৬ ডিসেম্বর এই ঘটনার দায়ও আইএস স্বীকার করেছে বলে সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে জেএমবির আরেক গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে বিস্ফোরক, স্নাইপার রাইফেল ও সেনাবাহিনীর পোশাক উদ্ধার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।